Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Article

দুর্নীতি: একটি মরণব্যাধি সংক্রামক সামাজিক রোগ

পরাশর দাস

Teacher, Writer, Essayist and Poetry Lover, Sribhumi District, Assam, India

Corresponding Author: *পরাশর দাস

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20717413

সারসংক্ষেপ

দুর্নীতি বর্তমান বিশ্বের অন্যতম গুরুতর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক সমস্যা। এটি এমন একটি ব্যাধি যা ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে প্রভাব বিস্তার করে। দুর্নীতির ফলে রাষ্ট্রের উন্নয়ন ব্যাহত হয়, সামাজিক ন্যায়বিচার ক্ষুণ্ন হয় এবং জনগণের মধ্যে হতাশা ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। সংক্রামক রোগ যেমন একজনের থেকে অন্যজনে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি দুর্নীতিও সমাজের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে বিস্তার লাভ করে। এই প্রবন্ধে দুর্নীতির কারণ, প্রভাব এবং প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2584-184X
- **Received:** 07-05-2026
- **Accepted:** 10-06-2026
- **Published:** 16-06-2026
- **IJCRM:**4(6); 2026: 131-133
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

পরাশর দাস. দুর্নীতি: একটি মরণব্যাধি সংক্রামক সামাজিক রোগ. Indian J Mod Res Rev. 2026;4(6): 131-133.

Access this Article Online

www.mrrjournal.in

মূল শব্দ: দুর্নীতি, নৈতিকতা, সমাজ, প্রশাসন, উন্নয়ন, স্বচ্ছতা।

ভূমিকা

দুর্নীতি মানব সভ্যতার একটি পুরোনো সমস্যা হলেও বর্তমান যুগে এর ব্যাপকতা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সাধারণভাবে ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে ক্ষমতা বা দায়িত্বের অপব্যবহারকে দুর্নীতি বলা হয়। এটি শুধু ঘুষ গ্রহণ বা অর্থ আত্মসাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রতারণা এবং অনৈতিক সুবিধা গ্রহণও দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান সমাজে দুর্নীতি এমনভাবে বিস্তার লাভ করেছে যে এটি এক ধরনের মরণব্যাধি সংক্রামক সামাজিক রোগে পরিণত হয়েছে। একজন দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তির কর্মকাণ্ড অন্যদেরও একই পথে পরিচালিত করতে পারে। ফলে সমাজে সততা, ন্যায়বোধ এবং মানবিক মূল্যবোধ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকে।

দুর্নীতির কারণ

১. নৈতিক শিক্ষার অভাব

© 2026 পরাশর দাস. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

নৈতিক শিক্ষা মানুষের চরিত্র গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান। যখন পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সমাজ নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে ব্যর্থ হয়, তখন মানুষ সহজেই অনৈতিক পথে আকৃষ্ট হয়। সততা, দায়িত্ববোধ এবং মানবিক মূল্যবোধের অভাব দুর্নীতির অন্যতম প্রধান কারণ।

২. অর্থ ও ক্ষমতার প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ
অর্থ মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে সহায়ক হলেও অতিরিক্ত অর্থলিপ্সা মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করতে পারে। অনেক ব্যক্তি দ্রুত ধনী হওয়ার আশায় দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। একইভাবে ক্ষমতার অপব্যবহারও দুর্নীতির বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. আইনের দুর্বল প্রয়োগ
যেখানে অপরাধের যথাযথ শাস্তি নিশ্চিত হয় না, সেখানে দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়। অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতিবাজরা প্রভাব খাটিয়ে শাস্তি এড়িয়ে যায়। ফলে অন্যরাও দুর্নীতি করতে উৎসাহিত হয়।

৪. প্রশাসনিক জবাবদিহিতার অভাব
যে প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কম থাকে, সেখানে দুর্নীতির সুযোগ বেশি থাকে। কার্যকর তদারকি ব্যবস্থার অভাব দুর্নীতিকে আরও উৎসাহিত করে।

৫. সামাজিক অসচেতনতা
অনেক সময় মানুষ দুর্নীতিকে অপরাধ হিসেবে না দেখে সাধারণ ঘটনা হিসেবে গ্রহণ করে। এই মানসিকতা দুর্নীতির বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

দুর্নীতির প্রভাব

১. অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা

দুর্নীতির কারণে উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থের অপচয় হয়। ফলে প্রকল্পের মান কমে যায় এবং কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব হয় না। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২. সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি
দুর্নীতির ফলে ধনী আরও ধনী এবং দরিদ্র আরও দরিদ্র হয়ে পড়ে। সমাজে বৈষম্য বৃদ্ধি পায় এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত হয়।

৩. শিক্ষাব্যবস্থার অবনতি
যখন শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রবেশ করে, তখন যোগ্যতার পরিবর্তে অর্থ ও প্রভাব গুরুত্ব পায়। ফলে প্রকৃত মেধাবীরা বঞ্চিত হয় এবং শিক্ষার মান কমে যায়।

৪. প্রশাসনের প্রতি আস্থা হ্রাস
দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন জনগণের আস্থা হারায়। মানুষ সরকারি প্রতিষ্ঠানকে অবিশ্বাস করতে শুরু করে, যা রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর।

৫. নৈতিক অবক্ষয়
দুর্নীতি সমাজে নৈতিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে। সততা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিবর্তে অসততা ও স্বার্থপরতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

"করো না মানবগণ, অতিরিক্ত ধন ধন।
সুখ হয় না শুধু ধন উপার্জনে, যদি না থাকো আত্মীয় স্বজন
পরিবার পরিজন লয়ে।"

দুর্নীতি কেন সংক্রামক সামাজিক রোগ?

পৃথিবীতে কলেরা,আমাশয়,এইডস্,করোনা প্রভৃতি নানাবিধ মরণব্যাধি সংক্রামক রোগ আছে এবং বৈজ্ঞানিকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রতিষেধক তৈরি করে মানুষকে রোগমুক্ত করছেন। কিন্তু এই উন্নত যুগের মানুষ লোকচক্ষুর অন্তরালে আরও একটি ভয়ঙ্কর মরণ ব্যাধি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। আর এই রোগের সংক্রমণের মাধ্যম হলো টাকা এবং কারণ অতিরিক্ত লোভ আর এই রোগের নাম দুর্নীতি।
মানুষ জল ও বায়ুবাহিত রোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য জল ও বায়ুকে মানুষ যেমন পরিত্যাগ করতে পারে না কারণ জল ও বায়ু জীবনে অপরিহার্য।তাই এই রোগ থেকে মুক্ত হতে হলে সতর্ক ও সচেতন হতে হয়। সেইরূপ টাকাকে পরিত্যাগ করলে অর্থব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা অচল হয়ে যাবে কারণ টাকাই বিনিময়ের মাধ্যম। তাই দুর্নীতি নামক রোগ থেকে মুক্ত হতে হলে প্রত্যেক মানুষকে হতে হবে সচেতন ছাড়তে হবে অতিরিক্ত লোভ এবং মানতে হবে ধর্মীয় অনুশাসন,থাকতে হবে সামাজিক প্রীতি ও ভালোবাসা।

দুর্নীতি একটি সংক্রামক রোগের মতো সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। একজন ব্যক্তি যখন অসৎ উপায়ে অর্থ, ক্ষমতা বা সুবিধা অর্জন করে এবং তার জন্য কোনো শাস্তি পায় না, তখন অন্যরাও সেই পথ অনুসরণ করতে উৎসাহিত হয়। এভাবেই দুর্নীতির বিস্তার ঘটে। সমাজে যখন দুর্নীতি স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তখন তা ব্যক্তি থেকে পরিবারে, পরিবার থেকে প্রতিষ্ঠানে এবং প্রতিষ্ঠান থেকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়ে।

একটি গাছের শিকড়ে যদি পচন ধরে, তবে ধীরে ধীরে সেই পচন শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ে এবং একসময় পুরো গাছটিকে ধ্বংস করে। দুর্নীতিও ঠিক তেমনি সমাজের মূল ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। তাই দুর্নীতিকে শুধু একটি অপরাধ নয়, বরং একটি সামাজিক ব্যাধি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

© 2026 পরাশর দাস. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

দুর্নীতি প্রতিরোধের উপায়

১. নৈতিক শিক্ষার প্রসার
পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব বাড়াতে হবে। ছোটবেলা থেকেই সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হবে।

২. আইনের কঠোর প্রয়োগ
দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ করতে হবে এবং অপরাধীদের দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৩. প্রশাসনিক স্বচ্ছতা
সরকারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করলে দুর্নীতির সুযোগ কমে যায়।

৪. গণসচেতনতা বৃদ্ধি
গণমাধ্যম, সামাজিক সংগঠন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৫. নাগরিক অংশগ্রহণ
দুর্নীতি প্রতিরোধে সাধারণ নাগরিকদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সত্য প্রকাশে সাহসী হতে হবে।

ব্যক্তিগত মতামত
আমার মতে, দুর্নীতির মতো সামাজিক ব্যাধির সমাধান শুধু আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সম্ভব নয়। কঠোর আইন অপরাধ দমন করতে সহায়তা করলেও মানুষের মন ও বিবেক পরিবর্তন করতে পারে না। তাই ছোটবেলা থেকেই পরিবারে মা-বাবার উচিত সন্তানদের নৈতিক শিক্ষা ও সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা। তাদের শেখাতে হবে সকল মানুষকে ভালোবাসতে, সদাচরণ করতে, সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে এবং অতিরিক্ত লোভ-লালসা থেকে দূরে থাকতে। কারণ একটি সৎ, নৈতিক ও মানবিক প্রজন্মই ভবিষ্যতে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
আমাদের এটা বুঝা উচিত যে আমরা আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য টাকার চাইতেও একটি সুন্দর দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে পারি।

উপসংহার
দুর্নীতি একটি মরণব্যাধি সংক্রামক সামাজিক রোগ, যা ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রের অগ্রগতির পথে অন্যতম প্রধান বাধা। এটি শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে না, বরং মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ, সততা এবং মানবিকতাকেও ধ্বংস করে দেয়। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই শুধু সরকারের একার দায়িত্ব নয়; এটি প্রতিটি সচেতন নাগরিকের কর্তব্য।
তাই এখনই সময় অতিরিক্ত লোভ ত্যাগ করে সত্য, ন্যায় এবং সততার পথে চলার। আমাদের প্রত্যেককে নিজের অবস্থান থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন হতে হবে এবং অন্যদেরও সচেতন করতে হবে। আজকের সৎ ও নৈতিক সমাজ গঠনের প্রচেষ্টাই আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও দুর্নীতিমুক্ত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে পারে।

দুর্নীতি এমন একটি ভয়ংকর সংক্রামক রোগ, যা ধীরে ধীরে সমাজের শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র সমাজব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই আসুন, আমরা সবাই মিলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন হই এবং একটি সুন্দর, সৎ ও মানবিক সমাজ গঠনে এগিয়ে আসি।

সমাপনী আহ্বান

"দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন করুন।
পরবর্তী প্রজন্মকে বাঁচিয়ে রাখুন।"

তথ্যসূত্র

1. দুর্নীতিবিষয়ক বিভিন্ন বই ও প্রবন্ধ।
2. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন।
3. সমাজ, প্রশাসন ও নৈতিকতা সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনা।
4. লেখকের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণ।

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

About the Corresponding Author

পরাশর দাস ভারতের আসাম রাজ্যের শ্রীভূমি জেলার একজন শিক্ষক, লেখক, প্রবন্ধকার ও কবিতা-অনুরাগী ব্যক্তিত্ব। তিনি শিক্ষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন। তাঁর লেখালেখিতে সমাজ, সংস্কৃতি ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতিফলন দেখা যায়। তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাহিত্যচর্চা ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

© 2026 পরাশর দাস. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/